ছিটে ফোঁটা- ১৪

এদেশে মানুষজন কেন জানি যা দেখে তাতেই আশ্চর্য হয়। রাস্তার উপর দুটো লোক তর্কাতর্কি বাধিয়ে দিল, হোন্ডার স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল, কি রিকশার চেনটাই খসে গেল, আর তাই দেখতে মুহূর্তের মধ্যে লোক জড়ো হয়ে যায়। নির্বিকার দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। কোথায় কাজ ! কোথায় কি!

মাঝে মাঝে দু'একজন পুলিশকেও দেখি। বাচ্চা কোলে নেয়ার মতো করে বন্দুক কোলে চেপে ধরে তারা চা খায়। গপ্প সপ্প করে। চেহারা দেখলে বোঝা মুশকিল হরতালে, গণ্ডগোলে এরা মানুষ মেরে পাটপাট করে। কিছুনা। সরকারী পেয়াদার গো। মারবে। মারেও। রাজ-আজ্ঞা পালন করে। বুঝি। শুধু মানুষের দামটা কেন যে এমন হুড়হুড় করে নেমে গেল তাই বুঝতে পারিনা।

তারপরও এ জাতির অভাব যত বেশী, ফুর্তিও তত বেশী। দূর্ভোগের সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ফুর্তি। কে থামায়? লোকজন সময়মত হাসে। সময়মত কাঁদে। দিনক্ষণ ঠিক করাই থাকে। এমনকি রঙটা পর্যন্ত। ভালোবাসার পর আসে বিলাপের দিন। প্রথমে লাল নীল। এরপর সাদা কালো।

শহুরে বাবুরা খোশ মেজাজে হাঁটে। হাওয়াই গাড়ী ছোটায়। চোখ পিটপিটে আলোতে বসে খায়। নগদ টাকায় মুঠ ভরে কেনে শহুরে বিলাস। দুশ্চিন্তাও কেনে কম বেশী। তবু যা বোঝার তাই বোঝে। গাড়ী, বাড়ী, প্লাজমা। আমিরী খানা-পিনা। আর বোঝে কাব্য-দর্শন।

ওদিকে, ফুটপাথের উপর বসে থাকে অভাবী মা। হাতে মুঠোফোন। তাই দিয়ে ছেলের ছবি তোলে। ক্লিক! ক্লিক! ছেলের বয়স চার। ন্যাড়া মাথা, উদোম গা। ঘোরে ফেরে। ধুলোর মধ্যেই পল্টি খায় একটু পরপর। হা-খোলা রাস্তার উপর এইভাবে বাঁচে তারা। বিস্তর আলো পায়। বাতাস পায়। শুধু দানাপানি ঠিকমত পড়েনা মা ছেলে কারো পেটেই। পেলে খায়, না পেলে শুয়ে থাকে। রোদে গলে। জলে ভাসে। মরে যায়না, এই আশ্চর্য। তাড়া নেই। উদ্বেগ নেই। দৌড়ঝাঁপ কি জিনিষ জানেনা। তবু তারা আধুনিক। প্রযুক্তির সাথে হালে তাদের কম বেশী জানা শোনা হয়েছে। পেটের ভাত, গায়ের পিরান আর মাথার উপর ছাদটার চেয়ে তা কোন অংশে কম? সন্ধ্যে হলেই দেখি সোজা চলে যায় বড় রাস্তার উপর। নাগালের মধ্যেই থাকে কাঁচ ঘেরা ঝকঝকে টিভি, ফ্রিজের শোরূম। তার সামনে যেয়ে দাঁড়ায়। দুই হাত বগলে চেপে দিব্যি দেখে যন্ত্রের কেরামতি।

এদের সন্ধ্যে নেই। রাত নেই। অন্ধকার হলেও কিছু এসে যায়না। অন্য লোকের দিন, এদের দিন। অন্য লোকের রাত, এদের রাত। অতএব যতক্ষণ না দোকানের ঝাপ বন্ধ হয় ততক্ষণই চলতে থাকে হত দরিদ্রের আনন্দ বিনোদন। বিদ্যা অর্জনের বালাই নেই। নষ্ট হওয়া কি জিনিষ আলাদা করে তাও বোঝেনা। এদের কথার মধ্যেও গরিবিয়ানা। মাথা খাটায় না। ভাবে যা বলেও তাই। রাজনীতির প্যাচ মানেই হিবিজিবি কিজানি একটা। সর্বোপরি, লড়ার শক্তি রাখেনা এক

তিল। এই এক জীবন। নিস্তরঙ্গ। নির্বিকার। চলছে। চলবে। শুধু অভাব অভাবকে জড়িয়ে বাঁচে। দিনরাত।

দেখি খোলা রাস্তার উপরেই হরে দরে বিক্রি হয় গোপন রোগ বালাইয়ের যত ওষুধপত্তর। বিক্রেতা বাক্স খুলে দেখায় সেই জাদুকরী জরীবুটিয়া। আর চিল্লিয়ে গায় ওষুধের গুনাগুণ। কত রকমের অশ্রাব্য কথাবার্তাও যে থাকে তারমধ্যে ! লোকজন তবু ভিড় করে শোনে। কে ধারে লজ্জার ধার? কে দেখে এত? অল্প দরেই তড়িঘড়ি কিনে নেয় সেই অবিশ্বাস্য ওষুধ। মানুষ উপায়হীন হলে যা হয়, বিশ্বাস বেঁচে দেয় সবার আগে। সাক্ষী বলতে ওই এক হ্যাজাক বাতি।

আলাদা করে এই জীবনের তাৎপর্য যে কি, ঠিক বুঝিনা। বিপন্ন মানচিত্র। খোলামেলা দুর্দশা। এই আর কি।

ডালিয়া নিলুফার / প্রাবন্ধিক